

ঠাকুর বলেন তবে “ইহা তুলে লও।
কি তব বাসনা মনে আর কিবা চাও?”
লক্ষ্মীমাতা বলে “মম বাসনা কি আর?
চির অভিলাষী দাসী শ্রীপদ তোমার।”
ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হ’ল ভকত সমাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।



কল্পবৃক্ষ মূলে কাঙালের ঠাকুর

এইভাবে হরিচাঁদ করে ঠাকুরালী।
প্রভু-সঙ্গে ভক্ত সদা থাকে মেলামিলি।।
ঐশ্বর্য্য প্রকাশি প্রভু আসিলেন বাসে।
লক্ষ্মীমাতা পদসেবা করিল হরিষে।।
রন্ধন করিয়া ভক্তগণে ডাক দিল।
ভক্তগণ হরি বলে ভোজনে বসিল।।
ঠাকুরাণী ডাক দিয়া রামচাঁদে বলে।
“তিন চারি মাস বাপ! কোথায় বেড়ালে।।
তোমরা বেড়াও সদা বলে হরিবোল।
কোথায় পাইলে বল এ দ্রব্য সকল?”
রামচাঁদ বলে “তুমি শুন লক্ষ্মীমাতা।
তোমার কৃপায় পাই আর পাব কোথা?”
প্রভু বলে “রামচাঁদ! বল তোর মা’কে।
সর্বফল ফলে এক কৃষ্ণকল্প বৃক্ষে।।
শূন্যে রহে কল্পবৃক্ষ ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
কল্পবৃক্ষ কৃষ্ণভক্তে কল্পনা করয়।।
কৃষ্ণপ্রেম রসিকের রসময় দেহে।
সে দেহের ছায়া সেই কল্পবৃক্ষে চাহে।।”
মাতা বলে “অর্থে আর নাহি প্রয়োজন।
জন্মে জন্মে পাই যেন যুগল চরণ।।”
শুনি সব ভক্তগণে বলে হরিবোল।
অর্থত্যাগী প্রেমোন্মত্ত ভাবের পাগল।।

প্রেম অনুরাগে সব ভকত জুটিল।
“মতুয়া” বলিয়া দেশে ঘোষণা হইল।।
মঙ্গল নাটুয়া বিশে পূর্ব পারিষদ।
ওড়াকান্দীবাসী পারিষদ রামচাঁদ।।
ভজরাম চৌধুরীর ছোট ভাই যেই।
ঠাকুরের ঐকান্তিক পারিষদ সেই।।
কুবের বৈরাগী রামকুমার ভকত।
প্রভুর ভকত সেই হইয়েছে ব্যক্ত।।
গোবিন্দ মতুয়া আর স্বরূপ চৌধুরী।
প্রেমাবেশে ভাবে মেতে বলে হরি হরি।।
চূড়ামণি বুধই বৈরাগী দুই ভাই।
হরিচাঁদে পেয়ে আনন্দের সীমা নাই।।
‘জগবন্ধু’ বলে ডাক ছাড়িত যখন।
সুমেরঙ্গর চূড়া যেন হইত পতন।।
মঙ্গল যখন হরিকীর্তন করিত।
সম্মুখেতে মহাপ্রভু বসিয়া থাকিত।।
মঙ্গলের নাসা অথৈ কফ বাহিরিত।
প্রেমে অশ্রুপূর্ণ হইয়ে বক্ষ ভেসে যেত।।
ক্ষণে দিত গড়াগড়ি ক্ষণে উঠে বসে।
ক্ষণে নেচে ভেসে যেত প্রেমসিদ্ধু রসে।।
ক্ষণে বীর অবতার ক্ষণেক বিমর্ষ।
‘উত্তরাক্ষ রোদিতি বিকটভঙ্গী হাস্য।।
গাহিতে গাহিতে শ্লেষা উঠিত মুখেতে।
ঘন মুখ ফিরাইত ডান’ বাম ভিতে।।
উর্দ্ধ অধঃ মুখ ঝাঁকি করতালি দেয়।
বালকেতে অগ্নিদণ্ড যেমন ঘুরায়।।
তা’তে মাত্র দেখা যায় অগ্নির মণ্ডল।
দণ্ড না দেখায় অগ্নি দেখায় কেবল।।
তেমতি মঙ্গল যবে ঘুরাইত মুখ।
এক মঙ্গলের দেখাইত শতমুখ।।
বড় প্রেমে উথলিয়া পড়িত গোবিন্দ।
কক্ষ বাদ্য করি হেলি দুলিয়া আনন্দ।।